জবা

একটি কোলবালিশপ্রেমী মেয়ে ডাক্তারের গল্প

শেখ রেজওয়ান নূর

সূচিপত্র

১-জবার ইতিকথা (4)

২-জবার নামকরণ ও জন্ম (৪)

৩-জবার শৈশব (11)

৪-জবার কৈশোর (18)

৫-অবিবাহিত মেয়ে জবা (21)

৬-জবার বিয়ে (29)

৭-বিয়ের পরের জীবন (38)

৮-জবার মেয়ের জন্ম (87)

আপনারা হয়তো আন্দাজ করছেন, জবা একটি মেয়ের নাম। কিন্তু এই নামটি আসলে এসেছে একটি কোলবালিশের নাম থেকে। জবার বাবা জবার মাকে একটি টুকটুকে লাল কোলবালিশ উপহার দিয়েছিলো, যার নামও ছিলো জবা। জবার মা ওই কোলবালিশকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতো বলে নিজের মেয়ের নাম রেখেছে জবা।

অধ্যায় এক
জবার ইতিকথা

এক ছেলে, আর এক মেয়ে। একে অপরকে খুব ভালোবাসে। একে অপরকে ছাড়া যেন থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা একটাই-মেয়েটি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারে না। সে সবসময় তার বেগুনি রঙের কোলবালিশটা বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। ছেলেটিরও একটি হলুদ কোলবালিশ আছে, তবে তা ছেঁড়া।

একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতেই মেয়েটি বললো, 'তোমার কোলবালিশ তো ছেঁড়া। সেটি বুকে নিয়ে আমি ঘুমাতে পারবো না। তুমি আমাকে নতুন একটি কোলবালিশ উপহার দিলে তবেই আমি তোমাকে বিয়ে করবো।' এই কথা শুনে ছেলেটি বললো, 'তুমি তো টুকটুকে লাল শাড়ি পরে আমাকে বিয়ে করবে, তাই না? তাই তোমাকেও আমি সেরকমই একটি টুকটুকে লাল কোলবালিশ উপহার দেব।' মেয়েটি বললো, 'সত্যি?' ছেলেটিও বললো যে এটা সত্যি। মেয়েটি তখনই ছেলেটির কথায় বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। ছেলেটিও কোলবালিশ বানানোর কাজ শুরু করে দিলো। আহা, শিমুল তুলার টুকটুকে লাল কোলবালিশ, কার না ভালো লাগে!

দেখতে দেখতেই তাদের বিয়ের দিন চলে এলো। নতুন কোলবালিশ তৈরির কাজও শেষ হলো। মেয়েটি হাসিমুখেই ছেলেটিকে বিয়ে করলো। কিন্তু বিয়ের পরই হলো বিপত্তি। মেয়েটি চেয়েছিলো লাল কোলবালিশ, কিন্তু এ তো হলুদ কোলবালিশ! ছেলেটি মেয়েটিকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করলো যে এটি আসলেই একটি লাল কোলবালিশ, হলুদ কভার দিয়ে আবৃত। কিন্তু মেয়েটি বুঝতে রাজি হলো না। সে বললো, 'চেয়েছিলাম টুকটুকে লাল একটি কোলবালিশ। কিন্তু হলুদ কোলবালিশ দিয়ে তুমি আমাকে এভাবে ঠকালে? এই কোলবালিশের ওপর শুধু আমার অধিকার আছে, তোমার না।' তখন ছেলেটি মন খারাপ করে বললো, 'কোলবালিশের

ওপর আমার অধিকার না-ই থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ওপর কি নেই? আমি কি তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারি না?' তখন মেয়েটি বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো তখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে পারবে, কিন্তু এই কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে না। এই কোলবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে শুধু আমি ঘুমাবো। তুমি চাইলে তোমার ছেঁড়া কোলবালিশ জড়িয়ে ধরেও ঘুমাতে পারবে।' তখন ছেলেটি বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ তখন তা-ই করবো।' তারপর মেয়েটি নতুন কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো, আর ছেলেটি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

ছেলেটি অনেক চেষ্টা করেও কোলবালিশটি সামান্য সময়ের জন্যও নিজের কাছে রাখতে পারলো না। এভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পর মেয়েটি সত্যটা জানলো। সে বললো, 'কোলবালিশটার কভারে হয়তো ময়লা জমে গেছে। এটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিই।' আর কভার খুলতেই ভেতর থেকে টুকটুকে লাল কোলবালিশটা বেরিয়ে এলো। এটি দেখে খুব খুশি হলো মেয়েটি। তখনই সে ছেলেটিকে ফোন করে (দুষ্টুমির ছলে) বললো, 'আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে। নয়তো আমি সারা জীবনের জন্য তেপান্তর চলে যাবো।' তারপর মেয়েটি ছেলেটির সব পছন্দের খাবার রান্না করে কোলবালিশটার কভার ধুয়ে পরিষ্কার করে নিজে গোসল করে বিয়ের শাড়িটা পরে কোলবালিশটা কোলে নিয়ে বসে রইলো।
অপেক্ষা করলো ছেলেটির জন্য। কিন্তু ছেলেটি এলো না।

তারপর মেয়েটি ছেলেটির কোলবালিশ কেটে ভেতর থেকে তুলা বের করলো। তারপর নিজের কোলবালিশের সেলাই কিছুটা খুলে তার ভেতর তুলা ভরে আবার সেলাই করলো।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বাসায় এলো। তখন মেয়েটি দুষ্টুমির ছলে বললো, 'এতক্ষণে আসার সময় হলো তোমার? আর একটু দেরি করলে আমি চলেই যেতাম।' তখন ছেলেটি বললো, 'অফিসে কাজের অনেক চাপ ছিলো। তাই দেরি হয়েছে। কিন্তু অন্য দিনের তুলনায় তো তাড়াতাড়ি এসেছি। কিন্তু তুমি

হঠাৎ এমনটা কেন করলে, বলবে কি?' তখন মেয়েটি বললো, 'আমি তোমার কোলবালিশ কেটে তার ভেতরের তুলা আমার কোলবালিশে ভরেছি।' তখন ছেলেটি মন খারাপ করে বললো, 'কেন করলে এমনটা? নিজের কোলবালিশ তো আমাকে দেবেই না, আর আমারটাও কেটে ফেললে?' তখন মেয়েটি ছেলেটিকে চুমু দিয়ে বললো, 'তুমি তো আমাকে টুকটুকে লাল একটা কোলবালিশ উপহার দিয়েছ। তাহলে আরেকটা কোলবালিশের কী দরকার? এটাকেই না হয় আমরা আপন করে নিই।' তারপর মেয়েটি কোলবালিশের একটা অংশ ছেলেটির কোলে তুলে দিয়ে অপর অংশ নিজের কোলে রেখে বললো, 'রক্তজবার মতোই টুকটুকে লাল কোলবালিশ এটি। কখনোই কোলছাড়া করবো না এটাকে। সবসময় নিজের সাথে রাখবো। আর তুমি সাথে থাকলে তো কথাই নেই। দুজনে মিলে আদর করবো এটাকে।'

এটা শুনে ছেলেটি খুব খুশি হলো। বললো, 'তুমি যখন বলছো তখন তা-ই হবে। কিন্তু কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমালে তো আর তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারবো না। আবার তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমালে কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারবো না। কী করি বলো তো।' তখন মেয়েটি বললো, 'কোলবালিশটা আমাদের দুজনের মাঝখানে থাকবে। আমরা দুজনেই একসাথে এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাবো। চাইলে তুমি তখন আমার হাতে হাত রেখেও ঘুমাতে পারো। তাতে আমি এবং এই কোলবালিশ-দুজনেই তোমার ছোঁয়া পাবে।' তখন ছেলেটি বললো, 'বাহ্। খুব ভালো। কিন্তু তুমি আমাকে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বললে যে?' তখন মেয়েটি বললো, 'আজ তুমি যা খেতে চাইবে তা-ই তোমাকে খাওয়াবো।' তখন ছেলেটি বলল□, 'আগে আমি তোমাকে খাওয়াবো।' মেয়েটি বললো, 'না। আগে আমি তোমাকে খাওয়াবো।' কে কাকে প্রথমে খাওয়াবে এটা নিয়ে তর্ক শুরু হলো। কিন্তু কেউ খাবার মুখে তুললো না।

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বাইরে থেকে একটি শব্দ শুনতে পেল (শব্দের উৎস: https://m.youtube.com/watch?v=CIrm2g3LJsY)। তারপর ছেলেটি বললো, 'কিছুক্ষণ বাইরে থাকি। নইলে তো তর্ক থামবে না।' বলে বেরিয়ে গেল সে।

ফিরে এলো প্রায় দুই ঘণ্টা পর। তারপর মেয়েটিকে বললো, 'আগে আমি তোমাকে একবার খাওয়াই, তারপর তুমি আমাকে একবার খাওয়াবে, তারপর আবার আমি, তারপর তুমি-এভাবে খাওয়ার মজাই আলাদা।' তখন মেয়েটি খুশি হয়ে বললো, 'ঠিক আছে। তুমি যখন বলছো তখন তা-ই হবে।' তারপর তারা একে অপরকে খাবার খাওয়ালো। তারপর মেয়েটি কোলবালিশ সহ ঢুকে পড়লো বেডরুমে। বললো, 'শাড়ি পরে আমি ঘুমাতে পারবো না, আর এই লজ্জাবতী কোলবালিশকে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখতে পারবো না। তার চেয়ে ভালো আমি শাড়িটা খুলে একটা জামা পরে নিই। ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করো।'

তারপর মেয়েটি নিজের শাড়ি খুলে টুকটুকে লাল জামা-পায়জামা পরলো এবং তার ধবধবে সাদা ওড়না দিয়ে কোলবালিশটা ঢেকে দিয়ে বললো, 'তোমাকে ঢেকে দিয়েছি। আশা করি আর লজ্জা পাবে না।' তারপর সেটাকে একটা চুমু দিয়ে তারপর ছেলেটিকে ডেকে নিলো কাছে। বললো, 'চলো। এবার এই কোলবালিশটাকে মাঝখানে রেখে আমরা শুয়ে পড়ি।' বলে তারা শুয়ে পড়লো। মেয়েটি আগে কোলবালিশটা জড়িয়ে ধরলো এবং ছেলেটি মেয়েটির হাতের ওপর হাত রাখলো। শুরু হলো কোলবালিশের সাথে এই দম্পতির নতুন জীবন।

(পরবর্তী অধ্যায়ে দেখবেন কিভাবে কোলবালিশকে নাম দেয়া হয়, এবং মেয়েটি নিজের মেয়ের নামকরণ কিভাবে করে।)

অধ্যায় দুই
জবার নামকরণ ও জন্ম

(গত অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে'। তারাই জবার প্রকৃত বাবা-মা। এবার চলুন, দেখে আসি কিভাবে জবার নামকরণ ও তার জন্ম হয়।)

ছেলেটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি এই কোলবালিশের নাম রাখবে বা রেখেছো?' তখন মেয়েটি বললো, 'হ্যাঁ।' ছেলেটি নাম জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি বললো, 'রক্তজবার মতো টুকটুকে লাল কোলবালিশ এটি। তাই আমি এটার নাম রাখলাম জবা। যদি আমাদের একটি মেয়ে হয় তাহলে আমি তার নামও জবা রাখবো।' তখন ছেলেটি বললো, 'বাহ্। খুব সুন্দর নাম। তুমি যখন এত বড় একটা কাজ করতে পারলে তখন তার পুরষ্কার আমি তোমাকে এখনই দেব।' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'কী পুরষ্কার?' তখন ছেলেটি বললো, 'তুমি এই কোলবালিশটা সরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো, তারপর দিচ্ছি।' তখন মেয়েটি কোলবালিশটা সরিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরতেই ছেলেটি মেয়েটির দুই গালে দুটো চুমু দিলো। আর মেয়েটিও খুশি হলো। স□ বললো, 'তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসো?' তখন ছেলেটি বললো, 'আমি তোমাকে নিজের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসি। কারণ তুমিই আমার রূপকথা। তুমি আমার জীবনের চেয়েও দামি। কথা দাও, কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না।' বলে কেঁদে দিলো সে। মেয়েটিও নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারলো না। সে বললো, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমারই থাকবো। কখনো অন্য কারও হবো না। কখনো তোমাকে ছেড়ে যাবো না। কথা দিলাম।' তারপর সে ছেলেটিকে চুমু দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি কি তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমাবো, না কোলবালিশটাকে রাখবো আমাদের মাঝখানে?' ছেলেটি জিজ্ঞেস, 'এই রাতটা কি আমি তোমাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারি?' তখন মেয়েটি বললো, 'অবশ্যই পারো।

তোমার প্রিয়তমাকে তোমার বুকে রেখে যদি খুশি হতে পারো তাহলে আমিও খুশি হবো।' তারপর ছেলেটি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো। মেয়েটিও ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মেয়েটির ঘুম ভেঙে গেল। সে উল্টো দিকে ফিরে তার কোলবালিশটা নিয়ে আবার ছেলেটির দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়লো। দুজনেরই ঘুম ভাঙলো ভোরবেলায় একটি শব্দ শুনে (শব্দের উৎস: https://m.youtube.com/watch?v=nGNm6cXhLMc)। তারপর ছেলেটি মেয়েটিকে বললো, 'আসি, কেমন?' মেয়েটি বললো, 'ঠিক আছে।' ছেলেটি বেরিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নাশতা করে অফিসে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। ফিরে এলো সন্ধ্যায় অফিসের কাজ শেষ করে। মেয়েটি যখন একা থাকতো, তখন অবসর সময়ে কোলবালিশ সঙ্গে নিয়ে টিভি দেখতো এবং কোলবালিশ সঙ্গে নিয়েই গান শুনতো। আর ছেলেটি কাছে থাকলে তো কথাই নেই। দুজনে মিলে সময় কাটাতো কোলবালিশের সাথে। সকল খুনসুটিতেই কোলবালিশ তাদের কোল দখল করে রাখতো।

এভাবেই তিন বছর চলার পর মেয়েটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার বললো, 'আপনাদের ঘরে নতুন অতিথি আসছে।' শুনে ছেলে-মেয়ে দুজনেই খুব খুশি। তখন থেকেই ছেলেটি মেয়েটির অনেক বেশি খেয়াল রাখতে শুরু করলো। অনেক আদর-যত্নে রাখতো মেয়েটিকে। সবসময় মেয়েটির পছন্দের জিনিস কিনতো ছেলেট□। এভাবেই কাটলো প্রায় পাঁচ মাস। তারপর মেয়েটি জানতে পারলো যে সে এক কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে যাচ্ছে। সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লো।

প্রায় চার মাস পর মেয়েটি পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটি মেয়ের জন্ম দিলো। সেই মেয়েটির নাম রাখা হলো জবা।

জবার মা তখনো জানতো না যে জবার জন্ম হয়েছে। জানতে পারলো প্রায় আধঘণ্টা পর। তারপর মা মেয়েকে বুকে টেনে নিলো, আর তখন থেকেই জবার যত্ন নেয়া শুরু করলো সে।

দুই দিন পর হাসপাতাল থেকে জবার মাকে ছাড়পত্র দেয়া হলো। হাসপাতাল থেকে ফিরেই জবার ম জবাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, এবং জবার যত্ন নেয়া শুরু করলো। আর জবার বাবাকে সে বললো, 'এখন থেকে এই কোলবালিশ নিয়ে তুমিই ঘুমাবে, যতদিন পর্যন্ত না জবা এই কোলবালিশের ওপর পূর্ণ অধিকার পাচ্ছে। জবার বাবা এতে রাজি হয়ে গেল। জবা এবং তার বাবার মাঝখানে থাকতো কোলবালিশটা, আর জবার মা জবাকে বুকে নিয়ে ঘুমাতো। এভাবেই চললো জবার পরিবারের নতুন জীবন।

(জবার জন্ম তো হলো। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে জবার বেড়ে ওঠা দেখবেন।)

অধ্যায় তিন
জবার শৈশব

(ফুটফুটে রাজকন্যা জবা তো জন্ম নিলো। এবার চলুন, দেখে আসি জবার শৈশব কিভাবে কাটে।)

জবার জন্মের পর থেকে জবার মা জবাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছুই করতে পারতো না। যা করার জবাকে ঘুম পাড়িয়ে তবেই করতো। মাঝেমধ্যে জবাকে তার বাবার কাছে রেখে এসে জবা তার কাজ করতো।

জবার জন্মের পর থেকে জবার মা জবাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছুই করতে পারতো না। যা করার জবাকে ঘুম পাড়িয়ে তবেই করতো। মাঝেমধ্যে জবাকে তার বাবার কাছে রেখে এসে জবা তার কাজ করতো।

এভাবেই কাটলো দুই বছর। এর মধ্যে জবার হাঁটাচলা, জবার কথা বলা সবকিছুর প্রকাশ ঘটলো। তখন থেকে জবার মা নিশ্চিন্তে সব কাজ ঠিকমতো করতে শুরু করলো।
জবাকে অনেক খেলনা (বিশেষ করে পুতুল) কিন□ দেয়া হয়েছিলো যেন জবা সেগুলো দিয়ে খেলতে থাকে আর তার মা নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারে। জবা সেসব নিয়ে খেলত, আর জবার মা নিশ্চিন্তে ঘরের সব কাজ করতো।

প্রায় তিন বছর পর শুরু হলো জবার শিক্ষাজীবন। জবা সবকিছুই খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতো। তখন জবার মা জবাকে বললো যে জবা যদি ক্লাসে

প্রথম হতে পারে তবে তাকে সেই টুকটুকে লাল কোলবালিশটি উপহার দেয়া হবে। জবা তাতে রাজি হয়ে গেল।

বছরের শেষে দেখা গেল যে জবা ক্লাসে প্রথম হয়েছে। তখন জবাকে বলা হলো যে জবার ষষ্ঠ জন্মদিনে জবাকে সেই কোলবালিশটি উপহার দেয়া হবে। তার আগপর্যন্ত সেই কোলবালিশটির ওপর জবার পূর্ণ অধিকার থাকবে না। জবা সেই কোলবালিশটাকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে থাকলেও অপর পাশটা জবার মা জড়িয়ে ধরে থাকতো।

দেখতে দেখতেই চলে এলো নতুন বছর। জবাও একটু একটু করে কোলবালিশটা নিজের বুকে আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু জন্মদিনের উপহার পাওয়ার অপেক্ষা যেন শেষ হতে চাইলো না। এদিকে জবার মা-ও ফন্দি আঁটলো, জবাকে ওই কোলবালিশটা কাগজে মুড়ে দেয়া হবে। আর সবার শেষে জবাকে সেটা দিয়ে তাকে চমকে দেয়া হবে। জবার বাবাও এতে রাজি হয়ে গেল।

অবশেষে জবার জন্মদিন চলে এলো। জবার মা জবাকে স্কুলে পাঠিয়ে জবার কোলবালিশটার কভার খুল কোলবালিশটাকে কাগজ দিয়ে মুড়ে আলাদা করে রেখে দিলো যেন জবা দেখতে না পারে। তারপর সে গেল কেক কিনতে। কেক কিনে জবাকে স্কুল থেকে নিয়ে এলো সে।

জবা তো ভীষণ খুশি। আজ সে তার প্রিয় কোলবালিশটাকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে ঘুমাতে পারবে, তাকে অনেক আদর করতে পারবে। কিন্তু সে বাসায় ফিরে দেখলো যে তার কোলবালিশটা নেই। তখন তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। জবা তার মাকে জিজ্ঞেস করতেই জবার মা বললো, 'দেখ, জবা, তুমি যদি কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে না পারো, তাহলে ভবিষ্যতে কোলবালিশবিহীন বিছানায় কিভাবে ঘুমাবে? আর, অনেক মানুষ আছে যারা তোমার এই কোলবালিশ নিয়ে ঘুমানো পছন্দ করবে না। আবার অনেকেই আছে, যারা অন্যের কোলবালিশ ছিনিয়ে নিয়ে নিজেরকাছে রাখে। এমন হলে তো তুমি আর সেই কোলবালিশটা পাবে না। তাই আমি তোমার বাবাকে বলেছি কোলবালিশটা বিক্রি করে দিতে। আমরা এখন

থেকে কোলবালিশ ছাড়াই ঘুমাবো।' এ কথা শুনে জবা কেঁদে ফেললো। সে কোলবালিশ ছাড়া কিছুতেই থাকবে না। তখন জবার মা জবাকে বকতে লাগলো। সে বললো, 'যা-ই হোক না কেন, তুমি কখনোই কোনো কোলবালিশ পাবে না। আর যদি তুমি এটা মেনে নিতে না চাও, তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না।' এ কথা শুনে জবা ভয় পেয়ে গেল এবং চুপচাপ তার মায়ের কথামতো চললো।

সন্ধ্যায় জবার বাবা অফিস থেকে ফিরে বললো, 'জবা, মা, দেখ আজ কতজন তোমার জন্মদিন উদযাপন করবে। তুমিও তাদের সাথে গল্প করবে, কেমন?' জবা বললো, 'ঠিক আছে।' মুহূর্তের মধ্যেই জবার বন্ধুরা বাসায় চলে এলো। জবা তাদের সাথে অনেক গল্প করলো। সে যেন কোলবালিশটার কথা কিছু সময়ের জন্য ভুলেই গেল।

হঠাৎ করেই জবার বাবা বললো, 'মা, এবার কেকটা কেটে ফেল তো দেখি।' জবা তার বাবার কথায় কেকটা কেটে সবাইকে ভাগ করে দিলো। সবাই মজা করে খেল কেকটা। তারপর সবাই জবাকে উপহার দিয়ে বিদায় নিলো।

রাতের খাবার খাওয়ার পর জবা এক এক করে উপহারের মোড়কগুলো খুলে দেখলো। কোনোটাতে জামা, কোনোটাতে খেলনা, কোনোটাতে বই ইত্যাদি। তখন জবার বাবা বললো, 'দেখ, সোনা, তোমার বন্ধুরা তোমাকে কত উপহার দিয়ে গেছে।' জবা বললো, 'তা তো দেখতেই পারছি। কিন্তু আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে আমাকে আমার জীবনের চেয়েও প্রিয় কোলবালিশটা হারাতে হবে।' তখন জবার বাবা বললো, 'তুমি এসব নিয়েই খুশি থাকো। কোলবালিশ লাগবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ পর জবা বিছানায় শুয়ে পড়লো। চোখ বন্ধ করতেই সে দেখলো স্বপ্নে এক পরী তাকে বলছে, 'রাজকুমারী জবা, তোমার মন খারাপ কেন? কী হয়েছে?' জবা বললো, 'পরী, আমি তো কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাতে পারি না। কিন্তু আমার মা কোলবালিশটা বিক্রি করে দিয়েছে। এবার আমি কিভাবে কোলবালিশ ছাড়া ঘুমাবো?' তখন পরীটি বললো, 'সোনা, আমি সব

জানি। তাই আমি তোমার মাকে একই রকম আরেকটি কোলবালিশ কাগজে মোড়ানো অবস্থায় দিয়েছি। একবার চোখ খুলে দেখ, তোমার মা-ও এখানে চলে এসেছে। তোমার মাকে বলে দেখ, সে তোমাকে কোলবালিশটা দিয়ে দেবে।'

সাথে সাথেই জবার ঘুম ভেঙে গেল। সে দেখলো যে তার মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। জবার মা বললো, 'তুমি তো সবার দেয়া উপহার দেখেছ। তাহলে আমাদের দেয়া উপহার কেন দেখবে না?' তখন জবা বললো, 'তোমরা যা-ই উপহার দাও না কেন, কোলবালিশ তো দাওনি। তাহলে তোমাদের দেয়া উপহার দেখে কী লাভ?' তখন জবার মা বললো, 'একবার উপহারটা দেখে নাও, তারপর পছন্দ না হলে না হয় আর দেখাবো না।' তখন জবা বললো, 'ঠিক আছে। তবে মনে রেখো, এটাই শেষ বার।' তখন জবার মা বললো, 'মা-মণি, চোখটা বন্ধ কর, আর আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।' জবা বললো, 'ঠিক আছে, মা।'

কিছুক্ষণ পর জবার মা জবাকে সেই উপহারটা দিয়ে বললো, 'হাত দিয়ে পরখ করে বলো তো, এটা কী?' জবা পরখ করে বললো, 'এটা একটা সিলিন্ডার বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এটা অনেক তুলতুলে। অন্য সিলিন্ডারগুলোর মতো নয়।' জবার মা জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে এটা কী?' জবা বললো, 'জানি না।' জবার মা বললো, 'তাহলে এটার মোড়ক উন্মোচন করে বলো এটা কী।' জবা মোড়ক উন্মোচন করতেই অবাক হয়ে গেল। এটা তো সেই টুকটুকে লাল কোলবালিশটা, যেটা তার মা তাকে উপহার দিতে চেয়েছে। তখন জবা কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'এটার জন্যই তো আমাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। তাই আমি আর কোলবালিশ নিয়ে ঘুমাবো না। আমি কোলবালিশ ছাড়াই ঠিক আছি।' এটা শুনে জবার মা-ও কেঁদে ফেলল। বললো,
'আমি না হয় তোমার সাথে অন্যায় করেছি। কিন্তু এই কোলবালিশটার অপরাধটা কী? তুমি এটাকেই বুকে নিয়ে ঘুমাবে।' কিন্তু জবার কান্না না থামায় তার মা বললো, 'ঠিক আছে। আমিও তোমার সাথেই ঘুমাবো।'

এর মধ্যেই জবার বাবা বললো, 'কোথায় তুমি? একটা উপহার দেখাতে এত সময় লাগে কি?' তখন জবার মা বললো, 'আমার মেয়েটা কষ্ট পেয়েছে। তাই আমি তাকে বুকে নিয়ে ঘুমাবো। যদি তোমার একা ঘুমাতে সমস্যা হয় তাহলে তুমিও চলে এসো। আমরা একসাথে জবাকে আদর করবো।' জবির বাবা বললো, 'ঠিক আছে। আসছি।' তারপর জবাকে মাঝখানে রেখে জবার বাবা-মা বিছানায় শুয়ে পড়লো। জবা বললো, 'আমি বাবার সাথেই ঘুমাবো। তুমি থাকো কোলবালিশ নিয়ে।' তারপর জবা তার বাবার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা স্বপ্নে দেখল, তার মা বলছে, 'আমি যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই তবে তুমি কি কাঁদবে?' জবা বললো, 'না।' তখন জবার মা বললো, 'তাহলে আমি চলেই যাই।' জবা বললো, 'এভাবে চলে যেও না। তাহলে খুব কষ্ট পাবো।' জবার মা বললো, 'কষ্ট পাবে আর কাঁদবে না তা তো হতে পারে না। আমি চলেই যাচ্ছি। আর কোনো দিন ফিরে আসবো না।' জবা চিৎকার করে তার মাকে ডাকতে লাগলো, কিন্তু জবার মা সাড়া দিলো না।

তখন ঘুম ভেঙে গেল জবার। সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তো? তুমি চলে গেলে আমি মরেই যাবো।' এটা শুনে জবার মা-ও কেঁদে ফেললো। বললো, 'তুমি তো আমার কলিজার টুকরো। তোমাকে ছেড়ে কি আমি কোথাও যেতে পারি?' তারপর জবার মা জবার কপালে চুমু দিলো। তারপর সে বললো, 'আমার দুই পাশে আমার দুই মেয়েকে নিয়ে ঘুমাবো।' জবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার মেয়ে তো আমি। তাহলে আরেক মেয়ে?' জবার মা বললো, 'এই যে কোলবালিশটা দেখছ, এটা তোমার বাবা আমাকে উপহার দিয়েছিলো। এটাকে আমি আমার মেয়ের মতোই ভালোবাসতাম। আর আমাদের জামার রঙের মতোই টুকটুকে লাল হওয়ায় আমি তার নাম রেখেছি জবা।' এতে জবা আরো বেশি অবাক হলো। সে বললো, 'তোমার দুই মেয়ে, কিন্তু তাদের একই নাম! কোনো ব্যাপার না। আমিও ভাবছিলাম, হয়তো এই কোলবালিশটার নামও জবা-ই হবে।' জবার মা বললো, 'বুকে নেবে এটাকে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। জবার বুকে তো জবাকেই মানায়, তাই

না?' জবার মা বললো, 'ঠিক বলেছ। নাও, মা-মণি। এটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাও।' জবা কোলবালিশটাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পর জবা স্বপ্নে দেখল যে সে তার মায়ের হাতে চুমু দিচ্ছে। কিন্তু আসলে জবা তার মায়ের বুকে চুমু দিয়েছিলো। জবার মা বললো, 'জানো, তুমি কোথায় চুমু দিয়েছ?' জবা বললো, 'তোমার হাতে।' জবার মা বললো, 'না। তুমি আমার বুকে চুমু দিয়েছ। যেখানে আমার সব কষ্ট জমে ছিলো, সেখানে চুমু দিয়ে তুমি আমার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছ।' জবা বললো, 'ভালো তো। তোমার মেয়ে তোমার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। এবার তুমি খুশি তো?' জবার মা বললো, 'হ্যাঁ। আমি ভীষণ খুশি।' জবা বললো, 'মা, তাহলে এবার তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।' জবার মা বললো, 'ঠিক আছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।' তারপর জবা ও তার মা-দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালে জবার বাবা-মা দুজনেই উঠে পড়লো, কিন্তু জবা তার কোলবালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে রইলো। জবার মা বললো, 'তুমি অফিসে যাও। আজ আমি জবাকে স্কুলে পাঠাবো না। গতকাল জবা যে কষ্ট পেয়েছে, তা দূর করে তবেই আমি তাকে স্কুলে পাঠাবো।' জবার বাবা বললো, 'আমিও তা-ই ভাবছি। আজ জবার স্কুলে যাওয়ার দরকার নেই। তুমি জবার সাথে সময় কাটাও।' জবার মা বললো, 'আমি তোমাকে খেতে দিচ্ছি। তুমি খেয়ে অফিসে যাও।' জবার বাবা নাশত□ করে অফিসে চলে গেল। জবা ঘুম থেকে উঠে বললো, 'মা, আমি কি স্কুলে যাবো না?' জবার মা বললো, 'না, মা। আজ স্কুলে যেতে হবে না। তুমি বরং কোলবালিশটা নিয়ে এসো। আজ আমরা এটার সাথেই সময় কাটাবো।' জবা বললো, 'ঠিক আছে। কোলবালিশটা নিয়ে আসছি।'

জবা কোলবালিশটা নিয়ে এসে তার মায়ের কাছে বসলো। জবার মা বললো, 'আগে খেয়ে নাও। তারপর বলছি কী করতে হবে।' জবা খেয়ে উঠলে জবার মা বললো, 'এই কোলবালিশটা তোমার বোনের মতো। আমি এটাকে অনেক আদর করতাম। নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম এটাকে। তুমিও সেটাই করবে।' জবা বললো, 'অবসর সময়ে তুমি কী করতে?' জবার মা বললো,

'অবসর সময়ে আমি কোলবালিশ কোলে নিয়ে টিভি দেখতাম, বই পড়তাম, গান শুনতাম। তুমিও কি তা-ই করবে?' জবা বললো, 'হ্যাঁ। তাতে যদি আমার মন ভালো হয় তবে তা-ই করবো।' তখন থেকেই জবা কাজে লেগে পড়লো।

জবা কোলবালিশটাকে সাথে নিয়েই টিভি দেখতো, বই পড়তো, গান শুনতো। আর অনেক গল্প করতো। এভাবেই তার অবসর সময় কেটে যেত। জবা ক্লাসেও প্রথম হতো। সবাই তাকে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু জবা কখনোই তার কোলবালিশটার কথা বাইরের কাউকে বলেনি, যাতে কেউ জবার কোলবালিশ জবার থেকে কেড়ে নিতে না পারে। যখন বাইরের কোনো লোক জবার ঘরে থাকতে আসতো, জবা তার কোলবালিশটা আলমারিতে লুকিয়ে রাখতো, যেন কেউ সেটি দেখতে না পায়। আবার বাইরের লোক চলে গেলে জবা তার কোলবালিশটা আলমারি থেকে বের করে সেটার সাথে সময় কাটাতো। এভাবেই কাটলো জবার আরো ছয় বছর।

(জবা তার শৈশব পার করে পা রাখবে কৈশোরে। তখন দেখবেন তার মধ্যে কী পরিবর্তন আসে।)

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below